যীশুর শেষ জেরুশালেম যাত্রা

লুক লিখিত সুসমাচার ১৯ অধ্যায় ২৮-৪৪ পদ

যীশুর শেষ জেরুশালেম যাত্রা আমাদের কাছে **"জেরুশালেম বিজয়-যাত্রা"** নামেই পরিচিত। কারণ আমরা মনে করে থাকি যে, মশীহ হিসাবে আমাদের প্রভু জনসাধারণের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য ছিলেন, তা তিনি অবশেষে লাভ করেছিলেন, যখন তারা যীশুকে রাজার যোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেছিল। বিশেষ করে যীশুর পশ্চাতে ধাবমান জনতা যখন যীশুর উদ্দেশে ***"হোশান্না"*** (এখন আমাদের বাঁচাও) রবে চীৎকার করেছিল, তখন তা দেখে আমরা সহজেই ভাবতে পারি যে, জনতা যীশুকে ইস্রায়েলের রাজার স্বীকৃতি দিয়েছিল।

কিন্তু সত্যই কি সেদিন তারা যীশুকে যোগ্য সম্মান জানিয়েছিল? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তা-না-হলে আজ আমরাও তাঁকে যোগ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হব। কাউকে সম্মান করা বা স্বীকৃতি দেবার অর্থ, তিনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেন, তা গ্রহণ করা ও স্বীকার করা। এতকাল তাদের সঙ্গে থেকে যীশু যে **"ঈশ্বরের রাজ্যের" সুসমাচার** তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন, তা-কি তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল? এখন, যীশু যে রাজ্যের কথা বলছেন, তা যদি তারা উপলব্ধিই করতে না পারে, সেই রাজ্যের রাজাকে তারা কীভাবে যথার্থ সম্মান জানাতে পারে?

এ ছাড়াও, যে বিষয়টিকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তা হল, সেদিন যারা যীশুর উদ্দেশে "হোশান্না" জয়ধ্বনি করেছিল, তারা কি সবাই জেরুশালেমের অধিবাসী ছিল? ৪টি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ এই ঘটনার বিবরণকে জোড়াতালি দিলে আমরা উপলব্ধি করি যে, (১) যীশু যখন বৈথনিয়া থেকে গর্দ্দভশাবকের পিঠে চড়ে জেরুশালেমের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, তখন **বৈথনিয়া থেকে একদল লোক** তাদের কাপড় রাস্তায় পেতে দিয়ে এবং গাছের ডাল-পাতা উড়িয়ে যীশুর সামনে পথ তৈরী করে দেয় (মথি ২১:৮; মার্ক ১১:৮; লুক ১৯:৩৬)। (২) অন্যদিকে, যে সমস্ত **তীর্থযাত্রীরা ইতিমধ্যে জেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল** এবং শুনেছিল যে, যীশু মৃত লাসারকে জীবিত করেছেন এবং তিনি জেরুশালেমে আসছেন; তারা খেজুর পাতা হাতে যীশু সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসেছিল (যোহন ১২:১, ১২, ১৩, ১৮)। এই দুই দলের জনতা যখন মুখোমুখী হয়েছিল, তখন উত্তেজনা চরমে আকার নিয়েছিল। এখন, এই দুই দলে কারা কারা ছিল? (ক) তাদের মধ্যে অবশ্যই যীশুর শিষ্যরা ছিল; (খ) আবার, বৈথনিয়া থেকে যারা এসেছে, তাদের অনেকে মৃত লাসারকে জীবিত করার ঘটনার সাক্ষী; (গ) এছাড়া, পর্বে যোগদান করতে যে বিস্তর সংখ্যক তীর্থযাত্রীরা জেরুশালেমে এসেছে (যোহন ১২:১২), তারা গালীল থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে; (ঘ) কেবল তাই নয়, যীশুর শত্রু ফরীশীরাও তাদের মধ্যে বর্তমান। এখন প্রশ্ন হল, তাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত যীশুকে উপলব্ধি করে যীশুকে প্রকৃত রাজার সম্মান দিয়েছিল? মথি ২১:১০ পদে বলা হয়েছে, ***"যীশু জেরুশালেমে প্রবেশ করলে নগরময় হুলস্থূল পড়ে গেল; সকলে বলল, উনি কে?"*** অর্থাৎ, তারা যীশুকে জানেই না, তাই অন্যরা তাদের জানাল, ***"উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয় যীশু"*** (মথি২১:১১)। (এই উত্তর থেকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যীশু যদিও তাঁর পার্থিব পরিচর্যার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তথাপি সাধারণ মানুষ তাঁকে একজন ভাববাদী থেকে বেশি কিছু মনে করে না। এর আগে কৈসরিয়া-ফিলিপীতে যীশু যখন নিজের সম্বন্ধে লোকদের ধারণা কী, তা শিষ্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তখনও তারা একই উত্তর দিয়েছিল)। এমন-কী যীশুর শিষ্যরা পর্যন্ত যীশুর জেরুশালেম যাত্রার অর্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল; যোহন লিখেছে, ***"তাঁর শিষ্যরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝল না, কিন্তু যীশু যখন মহিমান্বিত হলেন, তখন তাদের স্মরণ হল যে, তাঁর বিষয় এই সকল লিখিত ছিল, আর লোকেরা তাঁর প্রতি এই সকল করেছে"*** (যোহন ১২:১৬)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

অন্যদিকে, যে যীশু নিজেকে এতকাল লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখতে চেয়েছিলেন, তিনি কেন মাত্র ২ মাইলের পথের জন্য (বৈথনিয়া থেকে জেরুশালেম) গর্দ্দভশাবককে ব্যবহার করলেন? তিনি নিশ্চয়ই পথশ্রান্ত হয়ে গর্দ্দভের খোঁজ করেননি। পরিবর্তে, মথি, মার্ক ও লুকের সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে, শিষ্যদের প্রতি যীশুর আদেশ থেকে ধরা যেতে পারে যে, যীশু নিজেই ঐ গর্দ্দভ ও তার মালিকের সঙ্গে পূর্বে কথা বলে রেখেছিলেন। এর আগে যীশু যখন পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন, তখন সাধারণ মানুষ তাদের পেটের দায় মুক্তকারী যীশুকে রাজা করতে চেয়েছিল; কিন্তু যীশু তখন নিজেকে তাদের কাছ থেকে পৃথক করেছিলেন (যোহন ৬:১৫)। তা ছাড়াও, বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বার বার সে বিষয়ে কাউকে কিছু না-বলতে আদেশ করেছিলেন (মার্ক ৩:১২; ৫:৪৩)। কিন্তু জেরুশালেমের এই শেষ যাত্রায় আমরা যীশুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে দেখতে পাচ্ছি। তিনি যে পথ এতকাল পায়ে হেটেই অতিক্রম করেছেন, তার জন্য তিনি নিজে আগে থেকে গর্দ্দভের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কেন?

যীশুর এমন আচরণের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হল, **ভাববাণীর পূর্ণতা**। ঈশ্বর সখরিয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলেছেন- যদিও হদ্রক, দম্মেশক, হমাৎ, সোর-সীদন এবং পলেস্টীয়দের প্রতি বিচারের ফলস্বরূপ তাদের ধ্বংস অনিবার্য (সখরিয় ৯:১-৭); তথাপি তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষা করবেন, এবং তাঁর রাজাকে সিয়োনে প্রবেশ করাবেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর শান্তির রাজ্য স্থাপন করবেন (সখরীয় ৯:৮-১০)। এখন এমন শান্তির রাজ্য স্থাপনকারী রাজার জেরুশালেম প্রবেশ সম্বন্ধে এমন ভাববাণী করা হয়েছে, *"হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে জেরুশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্র ও গর্দ্দভে উপবিষ্ট, গর্দ্দভীর শাবকে উপবিষ্ট"* (সখরিয় ৯:৯)। জেরুশালেমেরই অন্য নাম হল "সিয়োন-কন্যা" (যিরমিয় ৪:৩১; বিলাপ ২:৪, ৬, ৮)। বাস্তবিক, যীশু সেই ভাববাণীকে স্মরণ করে সর্বসমক্ষে নিজেকে "ইস্রায়েলের রাজা" (যোহন ১:৪৯) বা সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, শান্তিরাজ বলে ঘোষনা করছিলেন। কিন্তু ঐ ভাববাণীতে ইস্রায়েলের রাজার দ্বারা যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, *"আমি ইফ্রয়িম থেকে রথ ও জেরুশালেম থেকে অশ্ব উচ্ছিন্ন করব, আর যুদ্ধ-ধনু উচ্ছিন্ন হবে; এবং তিনি জাতিদের শান্তির কথা বলবেন; আর তাঁর কর্তৃত্ব এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত, এবং নদী থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপিবে"* (সখরিয় ৯:১০)। অর্থাৎ, তাঁর রাজ্য হবে শান্তির রাজ্য, তা রথ বা যুদ্ধ-ধনু বা অশ্বদের দ্বারা স্থাপিত হবে না।

তাই, যীশু এই রাজ্যের প্রজাদের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন, তারা "আত্মাতে দীনহীন, শোক করে, মৃদুশীল, ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, দয়াশীল, নির্মনান্তকরণ, মিলন করিয়ে দেয়, ধার্মিকতার জন্য তাড়িত" (মথি ৫:৩-১২); সেই রাজ্যে ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে ক্রোধ করে না (৫:২২); সেই রাজ্যে কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দেয় (৫:৩৯); সেই রাজ্যে কেউ আপনার জামা চাইলে, তাকে গেঞ্জিটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে হয় (৫:৪০); সেই রাজ্যে করগ্রাহী ও পাপীদের পরিবর্তনে মহানন্দের ভোজ হয় (লুক ১৫); সেই রাজ্যে অচ্ছুৎ শমরীয়ও তার দয়ার জন্য সমাদর পায় (লুক ১০); সেই রাজ্যে ধ্বনী নয়, কিন্তু ভিখারী লাসার অব্রাহামের কোলে স্থান পায় (লুক ১৬); সেই রাজ্যের প্রজারা শত্রুদের প্রেম করে এবং যারা তাদের উপর অত্যাচার চালায়, তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করে (মথি ৫:৪৪) (একথা তাদের উৎপীরক রোমীয়দের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য)।

এমন রাজ্যের বর্ণনা আমরা পুরাতন নিয়মে মীখার ভাববাণীতে দেখতে পাই, *"তারা নিজেদের খড়্গ ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে; এবং নিজেদের বড়শা ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়্গ তুলবে না; আর তারা যুদ্ধ শিখবে না। কিন্তু প্রত্যেকে নিজেদের দ্রাক্ষালতার ও নিজেদের ডুমুরগাছের তলায় বসবে; কেউ তাদের ভয় দেখাবে না; কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন"* (মীখা ৪:৩-৪; আরও দেখুন যিশাইয় ৬৫ অধ্যায়)। অর্থাৎ, যীশুর রাজ্য কোনও মানুষের ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

গড়া পার্থিব রাজ্য নয়, কিন্তু প্রেম ও ক্ষমা দিয়ে গড়া ঈশ্বরের রাজ্য; তিনি যুদ্ধের নয় কিন্তু শান্তির রাজা; নম্রতা ও মৃদুশীলতাই তাঁর ধর্ম। এই কারণেই বিচারের সময় যীশু পিলাতকে বলেছিলেন, ''আমার রাজ্য এ জগতের নয়; আমার রাজ্য যদি এ জগতের হত, আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করত, যেন আমি ইহূদীদের হাতে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়'' (যোহন ১৮:৩৬)।

কিন্তু সেদিন যারা যীশুর উদ্দেশে খেজুর পাতা উড়িয়ে, হোশান্না জয়ধ্বনি দিয়েছিল, তাদের কতজন সেই-অর্থে যীশুকে ও তাঁর রাজ্যকে চিনেছিল? পরিবর্তে, পর্বে যোগদানকারীরা মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারকে স্মরণ করে যেমন নিস্তারপর্ব পালন করতে এসেছে, তারা মনে মনে তাদের উপর রোমীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য থেকে নিস্কৃতি তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই কেবল চিন্তা করছে। কারণ, এই পর্বে যখন কমপক্ষে ২৫-৩০ লক্ষ ইহূদী মিলিত হত, তখন তারা দেশ ও জাতি হিসাবে তাদের মান-মর্যাদা, তথা পরাধীনতার গ্লানিকে মুছে ফেলে দেশপ্রেমের আবেগে আপ্লুত হতে বাধ্য হত। ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, যীশুর জেরুশালেম যাত্রার প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে মাক্কাবীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় মাক্কাবীয় বিপ্লবের দ্বারা সীরিয় অত্যাচারীদের উৎখাত করে জেরুশালেম কিছু কালের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। একইভাবে, সেদিন জেরুশালেমে সমবেত ইহুদীরা মাক্কাবীর ঘটনাকে স্মরণ করে ''হোশান্না, হোশান্না'' বলে রোমীয় পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে যীশুকে একজন রাজনৈতিক নেতা বা রাজা হিসাবে সম্মানিত করতে চেয়েছিল। তারা চাইছে, যীশুও মাক্কাবীর ন্যায় সামরিক যোদ্ধার রণ হুঙ্কার করে রোমীয়দের বিতারিত করবেন; আর তারাও যীশুর সঙ্গে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র ও ঢাল নিয়ে প্রস্তুত। অর্থাৎ, যীশু ও তাঁর রাজ্যকে উপলব্ধি করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ!

তারা তাদের রাজাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই, তারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র (গীত ২:৭), তাঁর প্রতিজ্ঞাত দুঃখভোগকারী মশীহকে (যিশা ৪২:১) বরণ করা নয়, কিন্তু তাদের মনগড়া রাজা হিসাবে যীশুকে সম্বোর্ধনা জানিয়েছিল। কিন্তু তারা যখন এইভাবে যীশুকে ভুল বুঝেছে, তখন যীশু কেঁদেছেন, ***''পরে যখন তিনি কাছে এলেন, তখন নগরটি দেখে তার জন্য যীশু কাঁদলেন''*** (লুক ১৯:৪১)। যীশুর দৃষ্টিতে যখন জেরুশালেম ধরা পড়ল, তখন যীশু উপলব্ধি করলেন যে তিনি তাদের কাছে থেকে যে সম্বোর্ধনা পাচ্ছেন, তা কত অর্থহীন: তিনি উপলব্ধি করলেন তাদের জীবনের শূন্যতা, তারা তাঁর শান্তির বাণীতে কর্ণপাত করেনি, তারা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানে না। চোখ থাকা সত্ত্বেও তারা দেখতে পারেনি; কান থাকা সত্ত্বেও তারা শোনেনি। ঈশ্বর তাদের কাছে যে বার্তা আনয়ন করেছিলেন, তারা তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই, তিনি সর্ব সমক্ষে কাঁদলেন। জেরুশালেম কথা অর্থ ''শান্তির নগর' অথবা ''শান্তির ভিত্তি।'' যিরমিয় যেমন জেরুশালেমের ধ্বংসের জন্য রোদন করেছিল (যিরমিয় ৯), ঠিক তেমনই সেই শান্তিনগরীর আসন্ন বিনাশ উপলব্ধি করে যীশুও কাঁদলেন। যীশু জেরুশালেমের উদ্দেশে হাহুতাশ করে বললেন, ***''তুমি, তুমিই যদি আজকের দিনে, যা যা শান্তিজনক, তা বুঝতে! কিন্তু এখন সে সকল তোমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত থাকল। কারণ তোমার উপর এমন সময় উপস্থিত হবে, . . . তোমার শত্রুরা তোমার চারদিকে জাঙ্গাল বাঁধবে, তোমাকে সবদিকে অবরোধ করবে . . . তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপর প্রস্তর থাকতে দেবে না . . .''***(লুক ১৯:৪২)।

ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয়, এই ঘটনার প্রায় ৪০ বৎসর পর রোমীয় সেনাপতি টাইটাস্ তার সৈন্যদের দ্বারা দীর্ঘ ১৪৩ দিন জেরুশালেমকে অবরুদ্ধ করে। শেষে ৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ৬ লক্ষ্য ইহুদীর মৃত্যুর মাধ্যমে রোমীয়রা জেরুশালেম অধিকার করে। কিন্তু টাইটাসের আদেশের বিপক্ষে সৈন্যরা জেরুশালেম মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরফলে, মন্দিরের সমস্ত সোনা গলে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যায়। তখন সেই সমস্ত সোনা উদ্ধার করতে সৈন্যরা প্রায় প্রতিটি পাথরকে উল্টে ফেলে।

জেরুশালেমে সমাগত লোকদের প্রতিক্রিয়া থেকে যদিও যীশুর জেরুশালেম যাত্রাকে ''বিজয়-যাত্রা'' বলা যায় না, যেহেতু তারা যীশু ও তাঁর রাজ্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই যাত্রার সঠিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেনি; তথাপি যীশুর দৃষ্টিকোন থেকে এই যাত্রা ''বিজয়-যাত্রাও''

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বটে। কারণ, যে মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ করতে যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যা কালভেরীর ক্রুশে নিজেকে উৎসর্গ করার দ্বারা তিনি সম্পন্ন করতে চলেছেন, তার জন্য যীশুর এই শেষ জেরুশালেম যাত্রা অবশ্যই ''বিজয়-যাত্রা''। যদিও শয়তান বিভিন্ন পথে যীশুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল, যীশু কিন্তু শয়তানের সমস্ত ফাঁদকে উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন এবং শয়তানের মস্তক চূর্ণ করতে, তথা তাঁর প্রজাদের উপর শয়তান ও পাপের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করতে কালভেরীতে আত্মোৎসর্গ করতে চলেছেন। এই কারণেই তো তিনি এসেছিলেন, যেমন তিনি নিজে বলেছেন, ''মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন'' (মার্ক ১০:৪৫)। হ্যাঁ, তিনি রাজা, অবশ্য তিনি শান্তিরাজ এবং তাঁর শান্তিরাজ্য সংগ্রাম বা যুদ্ধের দ্বারা অন্যদের রক্ত ক্ষয় করে নয়; কিন্তু তাঁর নিজের রক্তের বিনিময়ে স্থাপিত। এখানেই যীশুর শেষ জেরুশালেম যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তথা বিজয় লুকিয়ে আছে।

ঈশ্বর যদিও তাঁর ভাববাদীদের দ্বারা শান্তিরাজের নিশ্চিত আগমনের পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন এবং সেই শান্তিরাজের বর্ণনাও দিয়েছিলেন; তবুও ইহুদীরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহকে চিনতে ভুল করেছিল। লোকেরা যীশুকে চিনতে এতো ভুল করেছিলে যে, যীশু শিষ্যদের এমন প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ***"মনুষ্য পুত্র সম্বন্ধে লোকে কী বলে? . . . তোমরা কী বল, আমি কে?"*** (মথি ১৬:১৩-১৫)। শিমোন পিতর যখন বলেছিল, ***"আপনি সেই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"*** (১৬:১৬), তখন যীশু তাদের সে কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন (২০ পদ)। কিন্তু যীশু তাঁর শেষ জেরুশালেম যাত্রায় ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ভাববাণী পূর্ণ করে, যখন নিজেকে মশীহ, তথা শান্তিরাজ হিসাবে প্রাকাশ করলেন, তখন কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

আপনি, আমি কী যীশুকে চিনতে পেরেছি? আমার আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী দুঃখভোগকারী ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হিসাবে কি আমরা তাঁকে চিনেছি? তিনি কি আমার আপনার পাপ ক্ষমাকারী প্রভু? তিনি কি আমাকে আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় মিলিত করতে নিজের প্রাণ উৎসর্গকারী পরিত্রাতা? না-কি, তাঁকে কেবল আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন (শারিরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা, ইত্যাদি) পূরণকারী উদ্ধারকর্তা হিসাবে আমরা ভুল করছি? আমরা কি তাঁর রাজ্যের প্রজা হিসাবে তাঁর ক্রুশের পথকে অনুসরণ করে চলেছি; না-কি জগতের পথে নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে চলেছি? ঈশ্বর আমাদের দয়া করুন যেন, সময় থাকতে আমরা তাঁকে ও তাঁর রাজ্যকে চিনতে পারি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)